তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা

বর্ষ সমাপনী অনলাইন পরীক্ষা-২০২০

শ্রেণী ঃ আলিম ১ম বর্ষ   বিষয় কোড: ২৪২

বিষয় ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র (সৃজনশীল)

সময় ঃ ২:৩০ ঘণ্টা   পূর্ণমান ঃ ৭০

(যে কোন ৭টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

১। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারীর ২১ তারিখে অধ্যাপক কাবুল তার নাতি-নাতনীকে নিয়ে প্রভাত ফেরিতে অংশ নেন। প্রভাতফেরি করে তারা নিকটস্থ শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর তারা টাউন হল মিলনায়তনে মহান একুশের ওপর আলোচনাও শোনেন। একুশের তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে একজন শিক্ষাবিদ বললেন যে, একুশের চেতনা থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। এ জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকেই উদ্ভ হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

ক) উর্দু ও ইংরেজীর পাশাপাশি বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা করার দাবি উত্থাপন করেন কোন গণপরিষদের সদস্য ? ১

খ) কোন সংস্থা ২১ শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়? ভাষা শহীদদের নাম লেখ। ২

গ) অধ্যাপক কাবুল কেন প্রতি বছর তার নাতি-নাতনীদের নিয়ে প্রভাতফেরিতে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) একুশের চেতনা থেকে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে, সেই চেতনা থেকেই উদ্ভব হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ- বিশ্লেষণ কর। ৪

২। ১৯৪৭ সালে এশিয়া মহাদেশে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। রাষ্ট্রটি পূর্ব অংশে বাস করতো ৫৬ শতাংশ মানুষ। কিন্তু রাষ্ট্রটি রাজধানী, সচিবালয়, স্থল নৌ ও বিমান বাহিনীর হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয় পশ্চিম অংশে। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রটির গভর্ণর জেনারেল, প্রধানমন্ত্রী ও প্রভাবশালী মন্ত্রী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা সবাই ছিলেন পশ্চিম অংশের অধিবাসী। এরা সবাই পূর্ব অংশের মানুষদের অবজ্ঞা করতো। যা পরবর্তীতে পূর্ব অংশের লোকদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যেতে বাধ্য করে।

ক) কোন প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয় ? ১

খ) ১৯৫৪ সালের যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের পটভূমী উল্লেখ কর। ২

গ) পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের চিত্র উপস্থাপন কর। ৩

ঘ) ১৯৫৪ সালের নির্বাচন পরবর্তী যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয়ের মূল্যায়ন কর। ৪

৩। ধর্মীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। রাষ্ট্রটির দুটি প্রদেশ। উভয় প্রদেশের মাঝে ছিল প্রায় ১২শ কি.মি. স্থল পার্থক্য, সায়ত্বশাসন ও অধিকার প্রদানের বাঞ্ছনা ছিল পূর্বের প্রদেশের প্রতি। যা পূর্বাংশের জাতীয় ঐক্য গঠনে সহায়তা করে। এবং পরবর্তী রাজনৈতিক নির্বাচনে পূর্বাংশের কাছে পশ্চিমাংশের ভরাডুবি হয় এবং পূর্বাংশকে পশ্চিমাংশ থেকে স্বাধীন হবার পথে এগিয়ে দেয়।

ক) পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান রচিত হয় কত সালে ? ১

খ) কে, কখন, কোথায় ৬ দফা কর্মসূচী ঘোষণা দেয় ? ২

গ) ১৯৬৬ সালের ৬ দফা কর্মসূচীর ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) ২৩ বছর পর অনুষ্ঠিত নির্বাচন ছিল উক্ত রাষ্ট্রটি মৃত্যুর বার্তাবাহক- পাকিস্তান রাষ্ট্রের পতন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের আলোকে উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

৪। জনাব 'ক' রাজনীতি করেন ব্রিটিশ আমল থেকে। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, সবার আগে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করতে হবে, তাদের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। পাশাপাশি তিনি ছিলেন মনে প্রাণে অসাম্প্রদায়িক এবং খাঁটি বাঙালি। তাঁর চেষ্টায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

ক) শহীদ তিতুমীরের আসল নাম কী ? ১

খ) ফরায়েজী আন্দোলন কী ? ২

গ) উদ্দীপকে উদ্ধৃত জনাব 'ক' এর সাথে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের মিল কতটুকু ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) 'ক' এর ন্যায় শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের প্রচেষ্টায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ব্যাখ্যা কর। ৪

৫। স্যার সৈয়দ আহমেদ খান, নবাব আব্দুল লতিফ, আমীর আলী প্রমুখের চেষ্টায় মুসলমান জনগণ ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের পথ পরিহার করে ইংরেজি ভাষা ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে ধীরে ধীরে একটি শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখের নেতৃত্বে বাংলার মুসলিম জনগণ আরো বিকশিত হতে থাকে।

ক) মুসলিমলীগ কত সালে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয় ? ১

খ) শিক্ষা বিস্তারে নবাব স্যার সলিমুল্লার কী কী অবদান ছিল ? ২

গ) শেরে বাংলা একে ফজলুল হককে কৃষক কুলের মুক্তির অগ্রদুত বলা হয় কেন? তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন গণতন্ত্রের মানসপুত্র- উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৬। ৬ মার্চ থেকে রেডিও টেলিভিশনে প্রচারিত হতে শুরু করলো একটি ভাষণ। বক্তার কণ্ঠস্বরকে বজ্রকণ্ঠ বললেও যথেষ্ট বলা হয় না। বাড়ির ছোট ছেলে তামিম ও হামিম তাদের দাদুকে জিজ্ঞাসা করলো কে বক্তৃতা করছে ? তাদের দাদু বললেন- ইনি বঙ্গবন্ধু। তিনি সমগ্র বাঙালী জাতিকে জাগিয়ে তুলেছেন। তার ডাকেই বাঙালি জনগণ দীর্ঘ ৯মাস যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছেন।

ক) একুশের চেতনা থেকে কীসের উদ্ভব ঘটে ? ১

খ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে কী জান ? ২

গ) বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ৬ দফা ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা কর্মসূচীর মধ্যে সাদৃশ্য উল্লেখ কর। ৩

ঘ) বঙ্গন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব নির্ণয় কর। ৪

৭। ‘ক’ নামক রাষ্ট্রটি মুক্ত যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই সংবিধান প্রণয়ন করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রা শুরু করে। যার যাত্রাকালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও জাতিগত ঐক্য আনয়নে সংবিধানকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু ক্ষমতার পালা বদলে যে যার মতে সংবিধানকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে। যা আমাদের সংবিধানের গ্রহণ যোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে।

ক) বাংলাদেশের আইন সভার নাম কী ? ১

খ) ১৯৭২ সালে প্রণীত মূল সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলো কী ছিল ? ২

গ) বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনীর পদ্ধতি আলোচনা কর। ৩

ঘ) সর্বজন গ্রাহ্য সংবিধান কেমন হওয়া উচিৎ বলে তুমি মনে কর। ৪

৮। অধ্যাপক আমির শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে গিয়ে বললেন যে, বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় ইচ্ছে করলেই সংবিধান সংশোধন করা যায় না। এটি সংশোধন করার পদ্ধতি স্পট করে সংবিধানের দশমভাগ এ উল্লেখ আছে। সেখানে সংবিধান সংশোধনের জন্য বিশেষ পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। সংবিধান পরিবর্তন সংশোধন, পরিমার্জন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ক্ষমতাই চরম ও চূড়ান্ত।

ক) বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন কোনটি ? ১

খ) সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায় ? ২

গ) বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনের বিশেষ পদ্ধতি ব্যাখা কর। ৩

ঘ) সংবিধান সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন এর ক্ষেত্রে উল্লেখিত জাতীয় সংসদের ক্ষমতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। জনাব মুশফিকুর রহমান বি.সি.এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রশাসন ক্যাডারে সহকারী সচিব পদে নিয়োগ লাভ করেন। মেধা ও যোগ্যতা বলে তিনি এখন প্রশাসনের উচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছেন। তিনি বর্তমান একটি মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী প্রধানের প্রধান উপদেষ্টা। তিনি তার মন্ত্রণালয়ের নীতি প্রণয়ন ও নির্ধারনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত মন্ত্রীকে সরবরাহ করেন। জাতীয় সংসদে মন্ত্রীর বক্তব্য সংসদ সদস্যগণের প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন প্রভৃতি সব কিছুই তিনি তৈরী করে থাকেন।

ক) জাতীয় সংসদের মেয়াদ কত বছর? ১

খ) অধ্যাদেশ কী ? ২

গ) জনাব মুশফিকুর রহমান কোন পদে আসেন এবং কী কী কাজ তাঁকে করতে হয় তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) দক্ষ আমলাই পারে দক্ষ প্রশাসন উপহার দিতে ব্যাখ্যা কর। ৪

১০। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভা, প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ, দেশ রক্ষা ও পুলিশ বিভাগ নিয়ে ‘ক’ রাষ্ট্রটির নির্বাহি বিভাগ গঠিত, এ রাষ্ট্রটির রাষ্ট্রপতি শাসন তান্ত্রিক প্রধান, সরকার প্রধান নন। প্রধানমন্ত্রী হলেন দেশটির শাসন ব্যবস্থার মধ্যমনি, মন্ত্রিসভার মূলস্তম্ভ।

ক) গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নির্বাহী কতৃত্ত্ব কার হাতে ন্যস্ত ? ১

খ) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ) কিভাবে মন্ত্রীসভা গঠিত হয় ? ৩

ঘ) প্রধানমন্ত্রী হলেন দেশটির শাসন ব্যবস্থার মধ্যমনি, মন্ত্রিসভার মূলমন্ত্র’ উদ্দীপকের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও মর্যাদা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও মর্যাদা কতটুকু মিল আছে ব্যাখ্যা কর।৪

১১। বাংলাদেশে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর পরই অবস্থান সচিবের। সচিব মন্ত্রণালয়ের নীতি নির্ধারণের লক্ষ্যে তথ্য উপাত্ত ও পরিসংখ্যান মন্ত্রীকে সরবরাহ করে থাকেন। বাংলাদেশের স্তর ভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামোর প্রথম স্তরটি কেন্দ্রীয় প্রশাসন। সচিবালয় হলো এ প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু। দ্বিতীয় স্তরটি হল মাঠ প্রশাসন। মাঠ প্রশাসনে একটি স্তরের প্রধান হলেন জেলা প্রশাসক। তিনি হলেন জেলার চোখ, কান, মুখ ও মাথা।

ক) মন্ত্রণালয় কী ? ১

খ) সচিবালয় বলতে কী বুঝ ? ২

গ) ছকের সাহায্যে বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো উপস্থাপন কর। ৩

ঘ) জেলা প্রশাসক হলেন জেলার চোখ, কান, মুখ ও মাথা- উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় কর।৪